প্রথম আলো

তারিখ 26 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

ছাত্রলীগ সম্পদ না আপদ?

সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছিরউদ্দিন এই উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সাংবাদিকেরা সেদিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ ও আলোকচিত্র সরবরাহ করার পরও এই কদিনে আইনগত বা সাংগঠনিক কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে) বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। সর্বশেষ ১৬ মার্চ, পুলিশ কমিশনারের [redacted]য়র সামনে অবস্থান কর্মসূচি পাল[redacted] সেখানে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিউদ্দিন চৌধুরী। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে অবিলম্বে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, পুলিশ আন্তরিক, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশ কমিশনারের কথিত 'আন্তরিকতা' নিয়ে সংশয় জাগে।

সম্প্রতি নগরের চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও মুহসীন কলেজে ১৪ ঘণ্টার অভিযান চালিয়ে পুলিশ একে ২২ রাইফেল, থ্রি নট থ্রি বন্দুক, রকেট ফ্লেয়ারসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। সেখান থেকে 'শিবির কর্মী' সন্দেহে গ্রেপ্তার হয় ৭২ জন ছাত্র। এ রকম বড় অভিযান চালানোর মতো সক্ষমতা রয়েছে যে বাহিনীর, তারা স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ পাওয়া সত্ত্বেও সাংবাদিক নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে না পারলে 'আন্তরিকতা' প্রশ্নবিদ্ধ হবেই।

মহিউদ্দিন চৌধুরী দলের উচ্ছৃঙ্খল এই কর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানালেও তাঁর ওমরাহ্ পালন শেষে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবর্ধনার নামে ছাত্রলীগের কর্মীরা বিমানবন্দরসংলগ্ন এলাকা ও কয়েক কিলোমিটার সড়কপথে যে অরাজক[redacted]পরিস্থিতি [redacted]ভাগের [redacted] করে[redacted]তার বির[redacted]বলেননি।

ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি কী বা কেমন, এটা জানার জন্য খুব দূরে যাওয়ার দরকার নেই। সার্চ ইঞ্জিন গুগলে ক্লিক করলেই ভেসে ওঠে রামদা বা কিরিচ হাতে ছুটে যাওয়া কিছু যুবকের ছবি, কাউকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করছে—এমন কিছু তরুণের হিংস্র অবয়ব। শিক্ষাঙ্গনকে অশান্ত করে তুলছে, লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মীকে, উত্ত্যক্ত করছে কোনো মেয়েকে—এ ধরনের অসংখ্য ছবির নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম বা ইতিবাচক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবি।

শুধু চট্টগ্রামেই ককটেল ফাটিয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, রাস্তায় নেমে নির্বিচারে গাড়ি ভাঙচুর, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষসহ গত দুই সপ্তাহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে সারা দেশে ছাত্রলীগের বর্তমান অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সিটি কলেজে নিজেদের দলের কর্মীকেই হাতের আঙুল ও রগ কেটে দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে তারা। লোহাগাড়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে শোভাযাত্রায় সংঘর্ষে জড়িয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে নয়জন, আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাঁচজনকে পাঠানো হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

দলের যখন এই অবস্থা, তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বদিউজ্জামান ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও মুহসীন কলেজে শিবিরের অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা প্রসঙ্গে অদ্ভুত এক মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, শিবিরের এই অস্ত্র মজুতের পেছনে বামপন্থী শিক্ষকদের সহযোগিতা আছে। মনে পড়ে, চট্টগ্রাম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শেখর দস্তিদারকে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে 'শিবির দস্তিদার' নামে অভিহিত করেছিলেন সাবেক সাংসদ নুরুল ইসলাম বিএসসি। এককালের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা শেখর দস্তিদার মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সৈনিক ছিলেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনিই শিবিরনিয়ন্ত্রিত এই কলেজে মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এক সাংসদ তাঁকে 'শিবির' বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি।

বদিউজ্জামানকে স্মরণ করতে বলি, এই কলেজে শিবিরের হাতে যেমন প্রাণ দিয়েছিলেন ছাত্রলীগ নেতা তোবারক, তেমনি ছাত্র ইউনিয়ন নেতা শাহাদাতকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছিল শিবির কর্মীরাই। তাঁর না জানার কথা নয়, চট্টগ্রাম কলেজে অস্ত্র উদ্ধার ও শিবির কর্মীদের আটক করার পর শিবিরের মহানগর আইটি সম্পাদক নাজমুস সাকিবকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে তদবির করেছেন কক্সবাজার অঞ্চলের আওয়ামী লীগদলীয় একজন সাংসদ। শিবির কর্মীদের ছাড়িয়ে নিতে মহানগর আওয়ামী লীগের স্বাক্ষরযুক্ত সনদ নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছে ছাত্রলীগের কর্মীরাই। সরষের ভেতর ভূত থাকলে সেই ভূত না তাড়িয়ে অন্যকে দোষারোপ করা শূন্যে তরবারি ঘোরানোরই নামান্তর।

শেখর দস্তিদার মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সৈনিক ছিলেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনিই শিবিরনিয়ন্ত্রিত এই কলেজে মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এক সাংসদ তাঁকে 'শিবির' বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি

● বিশ্বজিৎ চৌধুরী : কবি, লেখক ও সাংবাদিক।
bishwabd@yahoo.com